ধর্মীয় রাজনীতির অবস্থা হযবরল

লিখেছেন **ফসিউল নোই**

দেশের ধর্মীয় রাজনীতির অবস্থা জগা-খিচুড়িতে পরিণত হয়েছে। জোটের শরিক ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ছে। সরকারের বিভিন্ন 'ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডের' কারণে ক্ষুব্ধ জোটের বাইরের অন্যান্য ধর্মীয় দল ও সংগঠনগুলোও। ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকটি সূত্রে জানা যায়, বিএনপির দলীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের উত্থান-পতন ও মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য রদবদলের ডামাডোলে ইসলামী দলগুলোর নেতারা ক্ষমতার কাঠামোতে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করার চেষ্টা করে নিরাশ হয়েছেন। নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতৃবৃন্দের দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেও বিফল হয়েছেন। জানা যায়, প্রতিশ্রুতিগুলোর অন্যতম ছিল, মন্ত্রিত্ব প্রদান, জাতীয় শরীয়াহ বোর্ড গঠন, মাদ্রাসা শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ইসলামবিরোধী আইন পরিবর্তন ইত্যাদি। জোটের শরিক ইসলামী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপকালে তারা বলেছেন, গত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় আমাদের খুঁজে একত্রিত করা হয়েছে কিন্তু সরকার গঠনের সময় বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৪ দলীয় লিয়াজোঁ কমিটির অস্তিত্বও আক্ষরিক অর্থেই নেই। দু' মাস আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশ গমনের আগে এক বৈঠকে লিয়াজোঁ কমিটি পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হলেও পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আন্দোলনের সময় এক মঞ্চে বক্তব্য দিলেও বিএনপি'র অনেক নেতার সঙ্গে দেখা করতে গেলে এখন ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। শায়খুল হাদিস নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা এ আর এম আব্দুল মতিন আইন প্রতিমন্ত্রীর কাছে তার এলাকায় কাজী নিয়োগের জন্য তদবির করতে গিয়ে অপমান হয়ে ফিরে এসেছেন। আইন প্রতিমন্ত্রী তাকে চিনতেই পারেননি।

জানা যায়, শরিক ইসলামী দলগুলোকে ধরে রাখার জন্য জোটের প্রধান দল বিএনপি'র প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা গত মার্চে একট বৈঠকে বসেন। ভূমিমন্ত্রী কে এম শামসুল ইসলামের বাসায় অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি, মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, অধ্যাপক আহমদ আব্দুল কাদের, কামরুজ্জামান, আজহারুল ইসলাম, আব্দুল লতিফ নিজামী, মুফতি তৈয়্যব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিএনপি নেতৃবৃন্দ ইসলামী দলগুলোর অভিযোগ শুনে তাদের সন্তুষ্ট করা হবে এই আশ্বাস দেন। এতে জোটের শরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়মিত করার জন্য নতুন লিয়াজোঁ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও হয়। এদিকে ক্ষুব্ধ শরিকদের শান্ত করতে ইসলামী ঐক্যজোট থেকে একজন শীর্ষ নেতা এবং জাতীয় পার্টি থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা করার সীদ্ধান্তের পর মুফতি আমিনী গ্রুপ জোট থেকে বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা গেছে, শায়খুল হাদিস নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটের নেতাদের অনেকে চান না শায়খুল হাদিস এ পদ গ্রহণ করুন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আরো এক থেকে দুটি মন্ত্রীত্বের দাবি তোলা হয়েছিল বলেও জানা যায়। এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর কোনো নেতা মুখ না খুললেও দলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় নেতা বলেছেন, জামায়াত নিরাশ। প্রকাশ্যে সরকারের বিরোধিতা না করলেও জামায়াত সময়ে সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে হাজির থাকবে। জানা যায়, নেতৃত্ব নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন তুঙ্গে। দলের শীর্ষ দুই নেতাকে হয় মন্ত্রিত্ব না হয় দলীয় দায়িত্ব পালন, দুটোর একটি বেছে নয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসেইন সাঈদী এ ব্যাপারে জামায়াত নেতাদের একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে একটি সূত্র জানায়।

অভিযোগ আছে, তারেক জিয়া বিএনপি'র কাছাকাছি মৌলবাদী দলগুলোকে ভিড়তে না দিয়ে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করার পক্ষপাতি। তিনি বিএনপিকে একটি আধুনিক দলে রূপান্তরিত করতে চান। এজন্যই মৌলবাদীদের হাত থেকে দলকে মুক্ত রাখতেই অধিক আগ্রহী। যত দূর জানা যায়, তারেক জিয়া বিএনপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ইসলামী দলগুলো এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সালাহ উদ্দীন কাদের চৌধুরীর মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী সরকারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। এদিকে জামায়াত বিরোধী কিন্তু সরকারের শরিক ইসলামী ঐক্যজোটের দুই গ্রুপই স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়ার মাধ্যমে সরকারে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। তারেক জিয়া বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব (১) পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে ইসলামী ঐক্যজোট নেতারা সুবিধা করতে পারছেন না। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হককে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এতে ইসলামী ঐক্যজোটের মুফতি ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বাধীন গ্রুপ বিএনপির প্রতি চরমভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। জানা যায়, নির্বাচনের আগে মুফতি আমিনীকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রিত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। মন্ত্রিত্বের কোন্দলকে কেন্দ্র করেই বিভক্ত হয়ে যায় ইসলামী ঐক্যজোট। শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের সঙ্গে কথোপকথনের চেষ্টা করা হলে জোটের কয়েকজন নেতা জানান, শায়খুল হাদিস পত্রিকার সঙ্গে এই মুহূর্তে কথা বলবেন না। বয়স বেড়ে গেছে, কি বলতে কি বলবেন ঠিক নেই। খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফি বলেন, 'শায়খুল হাদিসকে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা করা সম্পর্কে আমরা অফিসিয়ালি কিছু জানি না। তবে জোট বাঁধার সময় প্রতিশ্রুতি ছিল, একসঙ্গে আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠন। আমরা এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অপেক্ষা করছি।' বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেন, 'সারা দেশের তৌহিদী জনতা এখনো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। এ সরকার আলেম-ওলামাদের রক্তে-মাংসে গঠিত। মন্ত্রিত্ব না দেয়ায় তৌহিদী জনতার মধ্যে হতাশা তো আছেই। তবে আমরা এখনো আশাবাদী। আলেম-ওলামাদের মধ্যে এখনো আওয়ামী

ভীতি রয়ে গেছে। গত সরকারের আমলে যেভাবে আলেম-ওলামাদের নির্যাতন করা হয়েছে তা আর কখনোই হয়নি।' মুফতি ফজলুল হক আমিনী আরো বলেন, 'আমরা অবস্থা বুঝে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। আগামী বছরের ৮ জানুয়ারি পল্টনে ওলামা-মাশায়েখ মহাসম্মেলন করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি দেশব্যাপী ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়েছে।

অন্যদিকে ইসলামী দলগুলো অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দিশেহারা। এই মুহূর্তে আন্দোলনের মাঠ গরম করার পথও বন্ধ। নগদ কোনো ইস্যুও নেই। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে এই ভয়ে আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হত্যাকান্ডে সরকারের অবস্থানকে বিরোধিতা না করায় নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়ছেন তারা। তারা ভাবছেন, অন্তত গুজরাটের দাঙ্গাকেও ইস্যু করা যেত।

জোটভুক্ত ইসলামী দলগুলোর সমালোচনায় মুখর অন্যান্য ইসলামী দল ও সংগঠনগুলোও। মাওলানা নুরুল হুদা ফারাজী বলেন, 'গত সরকারের আমলে দেশে ইসলামী আন্দোলনের যে জোয়ার জেগেছিল তা আর নেই। নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট জোট সরকারের পক্ষে থাকায় তারা এক রকম রাজপথ ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের সরকারে থাকা দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু ফলপ্রসূ তা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে। জোট সরকার ক্ষমতায় বসেও ইসলামী নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী আইন বাতিল করেনি। জাতীয় শরীয়াহ বোর্ড গঠন করেনি।' খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান বলেন, 'ক্ষমতায় বসে ইসলামের স্বার্থে কাজ না করায় দেশের ইসলামী দলগুলো সম্পর্কে তৌহিদী জনতার বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামগ্রিকভাবে দেশের ইসলামী আন্দোলন।' ঈমান আকিদা সংরক্ষণ কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল মোঃ জামাল নাসের চৌধুরী বলেন, 'ক্ষমতামুখী ইসলামী রাজনীতি যারা করেন তারা ইসলামের স্বার্থ হাসিলের জন্য করেন না, করেন দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য। ক্ষমতার লোভ দেশের ইসলামী রাজনীতিকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দিয়েছে। গত বছর হাইকোর্টের ফতোয়া নিষিদ্ধ করে দেয়া রায়ের পর সারা দেশে তৌহিদী জনতা যেভাবে সক্রিয় বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল, তার ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি ক্ষমতামুখী রাজনীতির জন্যেই।' এদিকে মুফতি ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় নেতা এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব মুফতি তৈয়্যব বলেন, 'দেশের ইসলামী রাজনীতি তার গতিতে স্বাভাবিকই রয়েছে। আমরা দলীয়ভাবে ইসলামের স্বার্থেই কাজ করে যাচ্ছি।'

হ-য-ব-র-ল অবস্থার স্বরূপ

ইসলামী ঐক্যজোট শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক গ্রুপ ও আমিনী গ্রুপ দুটোই প্রতিদিন জোট সরকারের নেক নজরে আসতে সচেষ্ট। জানা যায়, ইসলামী ঐক্যজোটের দু'টি গ্রুপের নেতারাই দলীয় স্বার্থ ভুলে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত। এ নিয়ে ঐক্যজোটের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষও চরমে। আছে দ্বিধা। গত বছরের ১ জানুয়ারি হাইকোর্টের এক রায়ে ফতোয়া অবৈধ ও দন্ডনীয় অপরাধ ঘোষণার পরে দেশের শীর্ষ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে গঠিত হয় ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি। গত সংসদ নির্বাচনের আগে এ কমিটি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা চালানো হয়। কমিটির শীর্ষ ২ নেতা চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম ও মুফতি ফজলুল হক আমিনীর তৎসময়ের রাজনৈতিক অবস্থান এক না হওয়ায় ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটিও ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবায়ন কমিটির মূল দাবিগুলোর অন্যতম জাতীয় শরীয়াহ বোর্ড গঠন, হাইকোর্টের ফতোয়া সংক্রান্ত রায় বাতিলসহ বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়িত না হলেও পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে আর কার্যকর করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, সরকারের সঙ্গে বনিবনা না হলে মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি তার নেতৃত্বাধীন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে কর্মসূচি ঘোষণা করে আন্দোলনে নামবেন। এদিকে ২০০১ সালের ১২ জুলাই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর চরমোনাইর পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীমের যৌথ নেতৃত্বে ৮ দফার ভিত্তিতে গঠিত ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট অঘোষিতভাবে বিলুপ্ত হয়েছে। এতে আব্দুস সালামের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ, শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বাধীন জাগপা ছাড়াও ছোট বড় ৫টি ইসলামি দল অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজীবন দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার প্রত্যয় নিয়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও চরমোনাইর পীর চুক্তি স্বাক্ষর করলেও নির্বাচনে আশানুরূপ বিজয় লাভ করতে সক্ষম না হলে উভয় পক্ষের মধ্যকার যোগাযোগ ফিকে হয়ে আসে। জানুয়ারির শেষদিকে দেশে ফিরে এরশাদ বলেন, চরমোনাইর পীরের সঙ্গে মোর্চা করে জাতীয় পার্টি উপকৃত হয়নি। বিদিশাকে স্ত্রী হিসাবে ঘোষণার পর ইসলামী শাসনতন্ত্রের নেতা-কর্মীরাও এরশাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে। শাসনতন্ত্র আন্দোলনের একাধিক নেতা বলেছেন, এরশাদের সঙ্গে চরমোনাইর পীরের জুটি আসলে মানায় না। ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ঘোষিত ৮ দফার মধ্যে ছিল কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন পাস না করে এবং বিদ্যমান কোরআন-সুন্নাহবিরোধী আইন পর্যায়ক্রমে সংশাধন করা। জাতীয় শরীয়াহ বোর্ড ও বিচার বিভাগে শরীয়াহ বেঞ্চ গঠন করা এবং আল্লাহ-রাসূল (সাঃ) ও শরীয়তের বিরুদ্ধে কটূক্তিকারীদের শাস্তির বিধান করা। দীনি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। চরিত্র বিধ্বংসী অপসংস্কৃতি বন্ধ করা। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া। শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতারা বলেছেন, শাসনতন্ত্র আন্দোলনে আগামীতেও চরমোনাইর পীর ঘোষিত ৮ দফার ভিত্তিতেই আন্দোলন গড়ে তুলবে। দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করবে। আন্দোলনে না থাকলেও দেশের ইসলামপন্থি দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন চরমে। ইসলামী ঐক্যজোটের ২ গ্রুপের শীর্ষ নেতা এখনও মন্ত্রিত্বের আশা পোষণ করে। খেলাফত মজলিস, নেজামী ইসলামী, জমিয়তে ওলামা ইসলাম, ফরায়েজী জামাত, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের নেতাদের একটি বড় অংশ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে মুফতি ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটে যোগ দেওয়ায় দলগুলোর অস্তিত্বের সংকট পড়েছে। নেতারাও হয়ে পড়েছেন কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। গত কয়েক বছর সংরক্ষণে খতবে নবুয়্যত আন্দোলন, ঈমান আকিদা সংরক্ষণ কমিটি, আমরা ঢাকাবাসী, জাগ্রত জনতা, খেলাফত আন্দোলন, বিশ্ব মুসলিম ঐক্য সংস্থা, কোরআন-সুন্নাহ বাস্তবায়ন কমিটি, কোরআন অবমাননা প্রতিরোধ কমিটিসহ বিভিন্ন ইসলামপন্থি দল ও সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে থাকলেও বর্তমানে তাদের কোনো কর্মতৎপরতা নেই। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, রাজপথে তেমন বড় কর্মসূচি না থাকায় জামায়াতে ইসলামী সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় করার কাজে। টার্গেট, পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে আরও অধিক আসনে জয়লাভ।

নতুন মোর্চা

ইসলামী ধারার দলগুলো বর্তমান জগা-খিচুড়ি অবস্থা সামাল দিতে নতুন মোর্চা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। মৌলবাদী নেতারা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করছেন। একটি সূত্রে জানায়, গত নির্বাচনের মতো আগামীতেও সম্ভাব্য ইসলামী জোটটির নেতৃত্বে থাকবেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এ জোট গঠনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে আতর, জায়নামাজ দেয়া-নেয়া শুরু হয়েছে। তবে এবার চরমোনাইর পীরের স্থলে জোটের কো-চেয়ারম্যান হতে পারেন মুফতি ফজলুল হক আমিনী। এ জোটে ডানপন্থি-বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর এক মহাসম্মিলন ঘটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। আগামী বছরের শুরুর দিক থেকে এই মোর্চা 'ইনশাআল্লাহ রাজপথে' থাকবে বলে জানা গেছে।